দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...14 OCT 2012...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...২...

ঢাবিতে বেড়ে গেছে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। প্রমাণ হলেই জড়িত শিক্ষকদের আজীবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দেয়া উচিত বলে তারা মনে করেন। তারা বলেন, সমাজের সার্বিক নীতি-নৈতিকতার যে ধস নেমেছে এটি তারই প্রতিফলন। শিক্ষকদের নিজেদেরই নৈতিক পদস্খলন হলে তারা শিক্ষার্থীদের কি শিক্ষা দিবেন? মন্তব্য শিক্ষার্থীদের। তারা বলেন, আগে যা ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত নেতাকর্মীরা করতো এখন সেটা শিক্ষকরা নিজেরাই করছে।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ১০ বছরে কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধেই দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়নি; বরং শিক্ষকদের অত্যাচারে অনেক ছাত্রী নিজের বিভাগ ছেড়েছেন, ছেড়েছেন পড়াশুনা। প্রায়ই বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীরা অভিযোগ তুললেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকার পরও অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে না শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। আর যেসব শিক্ষক এসব ঘটনার সাথে জড়িত তাদের সকলেরই স্ত্রী-সন্তান সবই আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম বলেন, হঠাৎ করেই এ ধরনের ঘটনা বেড়ে গেছে, যা শিক্ষকদের মূল্যবোধ প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয় তাদের রেজাল্ট দেখে। তাদের নৈতিকতার মাপকাঠি করা তো কঠিন। আবার অনেকে শিক্ষক হয়ে এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ছেন, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে শিক্ষকদের নৈতিক অবস্থান আরও দৃঢ় হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক মনে করেন কারও বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে স্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে কোন দলমতের বিবেচনার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ শিক্ষক বলেন, বর্তমান প্রশাসন কিছু কিছু দলীয় শিক্ষকের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখাচ্ছে। যার উদাহরণ হলো- মনোবিজ্ঞান বিভাগের ড. কামাল। সরকারদলীয় কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। আবার বিরোধী দলের কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠামাত্রই শাস্তির দাবি জানানো হয়।

ছাত্রীদের পটাতে বিভিন্ন কৌশল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে সবসময় নম্বর প্রদানের সর্বময় ক্ষমতা থাকে। টিউটোরিয়াল, অ্যাসাইনমেন্ট, পরীক্ষার নম্বর প্রদান করেন তারা। আর এই নম্বরকে ব্যবহার করে নিজ নিজ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকরা সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রথম প্রথম নানা অজুহাতে নিজ রুমে ডেকে নিয়ে বই প্রদান, নোট প্রদান, নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর পর প্রেম কিংবা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ের নামে নানাভাবে কালক্ষেপণ করেন। উপায়ন্তর না দেখে অসহায় ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করেন। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে বিয়ে না করায় সম্প্রতি সুফিয়া কামাল? মৈত্রী হলের এক ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শিক্ষকদের কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে ২০ নম্বরের মধ্যে শূন্য নম্বর দেয়ারও হুমকি এমনকি ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকি দেন। এভাবেই ছাত্রীদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন শিক্ষকের যৌন হয়রানি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ই যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। প্রমাণিতও হয়েছে অনেকের অভিযোগ। শিক্ষকদের মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেক শিক্ষক। গত মঙ্গলবার আরবি বিভাগের এক শিক্ষকের প্রথম স্ত্রীর দুই ছেলে চতুর্থ স্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। জানা যায়, এ বিভাগের প্রফেসর ফখরুদ্দিন মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তার কক্ষে আগের স্ত্রীর দুই সন্তান এ কাণ্ড ঘটায়। ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত ফখরুদ্দিন ও চতুর্থ 'স্ত্রীর' কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, তার চতুর্থ 'স্ত্রী' সুমাইয়া জান্নাতী আরবি বিভাগের তৃতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ

ছাত্রী জানায়, গত ২৮শে মার্চ সোমবার সকাল সাড়ে নয়টায় আমি ও আমার বান্ধবী মো. আরিফ বিল্লাহ স্যারের

রুমের সামনে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম। একপর্যায়ে তিনি হঠাৎ করে আমাকে জড়িয়ে ধরেন ও আমার গালে চুমো দেন। এই ঘটনায় আমি ভেঙে পড়ি ও মানসিকভাবে খুবই মর্মাহত হই। একজন শিক্ষকের এরূপ আচরণের প্রতিকার ও বিচার প্রার্থনা করেন ওই ছাত্রী।

এর আগে আরিফ বিল্লাহ বিভাগের চেয়ারম্যান থাকাকালে দুই ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করেন। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাকে বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। ২০০১ সালের দিকে বিভাগের একজন বিবাহিত ছাত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েন আরিফ বিল্লাহ। ওই ছাত্রী তার স্বামীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হলে থাকতেন। একদিন ইন্টারন্যাশনাল হলে ওই ছাত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন ওই ছাত্রীর স্বামী। চেয়ারম্যান থাকাকালে অফিসেই আরেক ছাত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান বিভাগের শিক্ষক-কর্মকর্তারা। একপর্যায়ে বিষয়টি পুরো বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। তার পদত্যাগের দাবিতে বিভাগে আন্দোলন গড়ে তোলেন বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকরা। অবস্থা বেগতিক দেখে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছেড়ে শিক্ষা ছুটি নিয়ে লন্ডন চলে যান আরিফ বিল্লাহ। দীর্ঘ সাত বছর লন্ডন থাকার পর গত বছর বিভাগে তিনি যোগ দেন। এ ছাড়া ড. আরিফ বিল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি ছাত্রীদের ফোনে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করেন। তার উত্ত্যক্তের কারণে অনেক ছাত্রীকে নম্বর পরিবর্তন করতে হয়েছে।

পরিসংখ্যান : গত জুনে পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খানের বিরুদ্ধে পরকীয়া, নিপীড়ন ও যৌতুকের অভিযোগ আনেন তারই স্ত্রী রেবেকা পারভীন। তার স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, জাফরের একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। স্ত্রী রেবেকা পারভীন বলেন, প্রথমদিকে বিষয়টি আমি পারিবারিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে পরনারীতে আসক্তের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বাসায় ছাত্রীদের নিয়ে রাখতেন বলেও জানান তিনি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এমরান হোসেনের বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তোলেন। গত বছর ১৫ মে দুজন সহপাঠীর সামনেই ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক। এর আগে ছাত্রীকে প্রথমে প্রেমের প্রস্তাব ও পরে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হন ওই শিক্ষক। এই নিয়ে বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করেন মাস্টার্সের এক ছাত্রী। অভিযোগে বলা হয়, বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এমরান হুসাইন তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। রাজি না হলে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন ড. এমরান। এরপর ওই ছাত্রীকে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা চালান ড. এমরান। তবে সেখানে ওই ছাত্রীর দুই সহপাঠী থাকায় ছাত্রীটি রক্ষা পান। গত ৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নুরউদ্দিন আলোর বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। এ বছরই নৃবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন এক ছাত্রী।

২০০৯ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। ওই শিক্ষককে এক বছর একাডেমিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি [illegible] অভিযোগের কারণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেলেও পরে তাকে বাদ দেয়া হয়।

মৎস্যবিজ্ঞান : গত ৩০ জুন যৌন হয়রানির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মাহমুদ হাসানকে বিভাগের একাডেমিক কমিটি সব ক্লাস এবং বর্ষের ক্লাস নেয়া নিষিদ্ধ করে। ২০১০ সালে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলা হয়। শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে

সেমিস্টারের ছাত্রী। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রফেসর ফখরুদ্দিন ছাত্রাবস্থায় প্রথম বিয়ে করেন। আগের ঘরের দুই সন্তান আরিফ ও মনজুর মঙ্গলবার কলা ভবনের ৪০২২ নম্বর কক্ষে তার (ফখরুদ্দিন) সামনেই সুমাইয়াকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনে। পরে কক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে ইটের আঘাতে সুমাইয়ার মাথা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। গতকাল দুপুরে কলাভবনের চার তলায় ওই কক্ষের সামনে গিয়ে ছোপ ছোপ রক্তের চিহ্ন দেখা গেছে। ছাত্রীটি নিজেকে শিক্ষকের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলেও শিক্ষক বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটির মিটিংয়ে অস্বীকার করেন। বিভাগের এক প্রাক্তন ছাত্র বলেন, ফখরুদ্দিন স্যার এর আগেও অনেক ঘটনা ঘটিয়েছেন।

ইসলামের ইতিহাস : গত ১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তিন শিক্ষক মোঃ মাহফুজুর রহমান (বাহলুল), এসএম মফিজুর রহমান এবং মোঃ জাকারিয়ার বিরুদ্ধে বিভাগের ছাত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক, ছাত্রীদের পরীক্ষায় নম্বর কম দেয়াসহ নানা অভিযোগ তুলে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। তাদের যৌন নিপীড়ন এবং অনৈতিক আচরণের প্রতিকার দাবি করে কলা অনুষদের ডিন সদরুল আমিন, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী এবং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার বরাবর একটি চিঠিও দেয় শিক্ষার্থীরা। চিঠিতে বলা হয়- উল্লিখিত তিনজন শিক্ষকের মধ্যে মফিজ বাকি দুজনকে অনৈতিক কাজে সহায়তা করে থাকেন। তাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিশেষ যোগাযোগ আছে বলেই কোন প্রতিকার হচ্ছে না বলে শিক্ষার্থীরা চিঠিতে উল্লেখ করেন। ইদানীং তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে। শিক্ষার্থীরা শত চেষ্টা করেও পরীক্ষায় ভালো করতে পারছে না শুধু এসব শিক্ষকের দৌরাত্ম্যের কারণে। শিক্ষক মফিজ ও বাহলুলের মেয়েপ্রীতি সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি ছাত্রীদের পরীক্ষায় নম্বর বেশি দেয়ার নামে একাধিক মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন বাহলুল। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মনোকামনা পূরণের পর তিনি কাউকেই বিয়ে করেন না। এদের মধ্যে বাহলুল নিজেকে সাবেক ছাত্রলীগের কর্মী বলে দাবি করেন। এছাড়াও গত রমজান মাসে বিভাগের এক ছাত্রী অন্য এক শিক্ষকের কাছে বাহলুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, বাহলুল তাকে বিয়ের কথা বলে নষ্ট করেছে। বাহলুল তাকে বিয়ে না করলে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করার হুমকি দেন। গত বছর নাট্যকলা বিভাগের এক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেন বাহলুল। এ সময় ওই ছাত্রী কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাশে হাকিম চত্বরে ডেকে নিয়ে সেখানে এই শিক্ষককে গালে চড়-থাপ্পড় মারেন।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য : গত ২৮ মার্চ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের চতুর্থ তলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু মুসা আরিফ বিল্লাহ দুজন ছাত্রীর সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। কথা বলার এক পর্যায়ে হঠাৎ করেই এক ছাত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুমো দেয়া শুরু করেন তিনি। আরিফ বিল্লাহর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক ছাত্রীর যৌন হয়রানির অভিযোগ ছিল। ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ থেকেও এক বছরের মাথায় সরে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। ওই ছাত্রী অভিযোগ করে- চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত অভিযোগে

তিনি চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

উর্দু : ২০১১ সালে উর্দু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইসরাফিলের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলেন এক ছাত্রী। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সাময়িক সময়ের জন্য বিভাগের কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ওই বছরেরই জুন মাসে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক মুহিত আল রশিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন বিভাগেরই এক ছাত্রী। একই বছরে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক এহসান উদ্দীনের বিরুদ্ধে ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগ উঠলে বিভাগের কার্যক্রম থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

মনোবিজ্ঞান : ২০০৭ সালে মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন এক শিক্ষার্থী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, অশিক্ষকসুলভ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা থাকে। তাই এর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। নীতি-নৈতিকতা থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আর কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটাতো না বলে তিনি মনে করেন।

ভিসির বক্তব্য : এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, যারা এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে গতকাল যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি আগের সব ঘটনার থেকে ব্যতিক্রম। আমরা এর বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছি। এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরো বলেন; ছাত্রীদের উপর এ ধরনের শারীরিক নির্যাতন অত্যন্ত অমানবিক। এ ধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটে সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।